নতুবা এ দেহে আমার কায নাই, আমার প্রিয় ভার্য্যার ক্ষম প্রার্থনাতে আপন চিত্ত আহুতি দিব। কলিকাতার লীলা আমার আজ উদ্‌যাপন হলো, লুকোচুরিও এক রকম শেষ হলো তুমি আমার মঙ্গল যাহাতে হয় তাহার আয়োজন কর। তোমার নিকট আমি সব ভার সমর্পণ করিলাম।

ক্রমে রজনী ঘোর অন্ধকার হইয়া উঠিল, বৃষ্টি মুষলধারে পড়িতে লাগিল; বজ্র কড়্মড়্ হড়্হড়্ করিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকারময়, পামর বাবুর স্ত্রী মেনকা জানালায় বসিয়া আ-কাশের তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিতেছেন, ও এক এক-বার ভাবিতেছেন, না জানি আমার স্বামী এ সময় কোথায় গিয়াছেন, ও কত ক্লেশ হইতেছে। এমন সময়ে পামর বাবু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, প্রিয়ে! তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে, যদি শোন তো বলি?

মেনকা। কি বলিলে নাথ! আমি তোমার কথা শুনবো কি না? আজ কি সুপ্রভাত, যে তুমি আমার কাছে এসে কথা কহিলে, এমন তো

কখন হয় না! আজ কি ভুলে এসেছ বুঝি, কিছু লুকোচুরি তো নাই ?

পামর। প্রিয়ে! আমি তোমার নিকট যে কত অপরাধী তাহা বলিবার নয়, আমার পাপের সীমা নাই! তোমাকে যে কত ক্লেশ দিয়াছি ও কত দুঃখিনী করিয়াছি তা কবার নয় (এই বলিয়া পায়ে হাত দিয়া) এখন এই মিনতি করি যে আমায় ক্ষমা কর। সকল দোষের ক্ষমা আছে, আমার কি এদোষের ক্ষমা নাই ? যদি না থাকে, তবে এ প্রাণত্যাগ করিব, যদি তুমি ক্ষমা কর, তবে আমার মন প্রাণ সব তোমাকে আহুতি দিব।

মেনকা। সে কি নাথ ? তুমি কি দোষ করিয়াছ, যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব, বুঝি আমার কোন দোষ হইয়াছে, তা হয়তো বল, আমি ক্ষমা চাহি। আমার নিকট তোমার কোন দোষ হয় নাই, আর আমাকে তুমি কখন অসুখী কর নাই। আমি তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী, তুমি ভাল থাকিলেই, আমি ভাল থাকি, ইহার জন্য যদি আমার প্রাণ যায় সে ও স্বীকার

তবু তোমায় অসুখী করিয়া আমি সুখী হইতে চাইনা।

পামর। এত গুণ না থাক্‌লেই বা হবে কেন? হা বিধাতা! এমন স্ত্রীর সহিত আমি বাক্যালাপ করি নাই? কি পোড়া অদেষ্ট, এমন রত্ন পরকও করি নাই? যার এমন স্ত্রী আছে, তার সুখের সীমা নাই। প্রিয়সি! আমি অতি নিষ্ঠুর, বিধাতা কি আমার হৃদয় পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে তোমার এত ক্লেশ আমি দেখেও দেখি নাই? হায়! হায়! ধিক্ এ জীবন! (যোড়হাতে) প্রিয়ে আমায় ক্ষমা কর?

মেনকা। প্রাণনাথ! উঠ, উঠ, তোমার কোন দোষ নাই, সকলি আমার অদেষ্টের দোষ, তুমি যে এত দিন আমায় ত্যাগ করে ভাল ছিলে সেই ভালতেই ভাল। আমি অবলা নারী, কিছুই জানিনা, না জানি আমার জন্য তুমি কত অসুখী ছিলে? প্রাণনাথ! আমাকে তাহার জন্য অবহেলা করিও না, আমি তোমারই, নাথ! আমি চিরকাল তোমারই!

পামর। প্রিয়ে! মোহবশে মুগ্ধ হইয়া তোমায় এত দিন ভুলিয়া ছিলাম। স্ত্রী যে কি পদার্থ তাহা এখন আমার বোধ হইল। যে সংসারে সুশিক্ষিতা স্ত্রী নাই, সে সংসার বোধ হয় অন্ধকার থাকে। আমার ন্যায় নরাধম আর নাই; বিবাহ কালীন যে স্ত্রীকে অঙ্গীকার ও শপথ করিয়াছি, যে চিরকাল একত্রে প্রেম করিয়া সুখী হইব; তাহাকে আমি এতদিন যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি, ও কথন জিজ্ঞাসা করি নাই, যে বেঁচে আছে কি মরেছে? এ প্রাণে ধিক্ ধিক্! আমি তোমাকে যে নিগ্রহ করিয়াছি তাহার ক্ষমা নাই। এখন আমার মনে ঘৃণা হইয়াছে, ও বাঁচিতে সাধ নাই; পৃথিবি! তুমি দোফাঁক্ হও আমি তোমার ভিতর যাই (রোদন)।

মেনকা। প্রাণনাথ! স্থির হও, আর রোদন করিও না, আমি তোমার প্রতি কথন কথাতে কার্য্যেতে কি মনেতে বিরক্ত হই নাই। আমার কপাল পোড়া না হলে বিবাহ পর্য্যন্ত কথন মুখ দেখিলে না কেন? বিধাতা আমার অদেষ্টে যে ভোগ লিখেছে তা কে খণ্ডাবে বল? সকলি

আমার কপালের দোষ, তোমার দোষ কিছু নাই, তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না। এখন আমার দুঃখের অগ্নি নির্ব্বাণ হলো; বুঝি এত দিনের পর বিধাতা আমায় সুখরত্ন দিলেন, দেখো নাথ, আর যেন লুকোচুরি করোনা।

পামর। প্রাণ প্রিয়সি! তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে এখন ভরসা হইল; কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। আমি পাঁচ বৎসর কষ্ট করিয়া দেশ ভ্রমণ করে সৎপতি হইলে তোমার নিকট আসিয়া সহবাস করিব। এখন চল্লেম, প্রিয়সি! আমায় বিদায় দাও, যদি সময় বশতঃ ও কাল সহকারে পতিত হইয়া না আসিয়া পুনঃ সহবাস করিতে পারি, তবে জন্মান্তরে মিলন হইয়া পরলোকে সহবাস হইবে। প্রিয়সি! আমায় বিদায় দাও, আমি চল্লেম, আর বাধা দিওনা (রোদন) হে পরমেশ্বর! তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, ও জগতের রক্ষা কর্ত্তা, আমার পতিব্রতা সতী সাধ্বী স্ত্রীকে রক্ষা করুন্; ও এমত আশা, ও ভরসা দিন, যাহাতে তাহার ইহকালের, ও পরকালের শারীরিক, ও মানসিক মঙ্গল হয়, এই আমার প্রার্থনা।

মেনকা। প্রাণনাথ! এত যে কঠোর ক্লেশ করে মিলন হলো, তাহা এখন স্বপ্ন স্বরূপ বোধ হচ্চে। তুমি যেখানে যাও, আর যেখানে থাকো, ভাল থাক্‌লেই ভাল। আমার মন, প্রাণ, সব তোমার সঙ্গে থাকিবে, আমি কেবল মণি-হারা ফণির ন্যায় পড়ে থাক্‌বো। অবলা কুল নারীর পতিই সর্ব্বস্ব; দেখ, যেন আমায় ভুল না? যদি একান্ত যাবে তো যাও, আমি তাতে বাধা দিব না। যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় তাহাই কর, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করিবেন। আমি তোমায় আমার হৃদয়ের ধন "প্রাণ" উপ-ঢৌকন দিলাম।

পামর। হাঁ প্রিয়ে, তবে চল্লেম, তুমি স্বচ্ছন্দে গৃহকার্য্য সকল নির্ব্বাহ কর, আমি প্রচুর অর্থ রাখিয়া গেলাম; সময়ে সময়ে অবকাশ হইলে এই দুর্ভাগাকে এক এক বার স্মরণ করো, এখন যাই?

মেনকা। নাথ! "যাই" বলোনা, আসি, বলে যাও।

অষ্টম অধ্যায়।

—:•:—

মোসাহেবদের দুর্গোবিপত্তি।

তোষামদে দিনপাতে সদা সুখী নয়।
পরের অধীন কভু স্বাধীন না হয় ।।
ব্যবসা কি বিদ্যা বলে লভে যারা ধন।
তারাই এ ধরাধামে মনুষ্য গণন ।।

আশ্বিন মাস, পুজার সময়, ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে, হাটি বাজার গুলজার হইয়াছে, রাস্তা ঘাটে লোক থই থই করিতেছে, দোকানি পশারিরা, পুবে ও ঢাকার বাঙ্গালদের পেয়ে বসেছে, তাহাদের নাবার খাবার সময় নাই, এক কোপে কাট্‌ছে। মহাজনেরা থেরে আদায় কর্‌ছে, নুতন খাতার ও পুজার সময় দেনা পাওনা এক রকম চুক্তি হিসাব হয়ে থাকে, সুতরাং সকলেই খাতা হাতে করে সাত্‌ কর্‌তে বেরিয়েছে। বড়বাজার চিনেবাজার অঞ্চলে যাওয়া ভার, একেতো বার-

মাস অতিশয় ভিড়, তায় পূজার সময়, দালাল রাস্তায়২ বেড়াচ্ছে; চোর, ছেঁচড়, গাঁটকাটা, ছোঁ২ করে ঘুরচে, সময় পেলে চিলের মত ছোঁ করে টাকাটা, সিকেটা, নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় বা ষষ্ঠ্যাদি কল্পের নহবত বাজিতেছে, কোথায় বা নাচ গান হচ্ছে, কোথায় বা ছেলেরা নতুন কাপড় চোপড় পরে নিমন্ত্রণ কর্‌তে বেরিয়েছে, কোথায় বা যাত্রার মহলা হইতেছে, চতুর্দ্দিকে গোলযোগ, কলিকাতায় ধুমের সীমা নাই! এ সময় মজার তাহদ্দ হয়। কি ছোট কি বড় লোক সকলেরই আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু ক্ষেত্রনাথের মন ভাল নহে, কাজে কাজেই কিছু আমোদ হয় না, চূড়ামণিরও প্রায় ততোধিক; পূজার সময় কোথায় কিছু যোগাড় না হওয়াতে, সব অন্ধকার দেখিতেছেন, ও মাঝে মাঝে বলিতেছেন কলিকাতায় সব নুকোচুরি!

চূড়ামণি। ওহে ক্ষেত্তর! আমি যে সব ধোঁ দেখ্‌ছি? আমাদের পামর বাবু তো ব্রজভূমি অন্ধকার করে চল্লেন, বুঝি আমাদের সোণার বৃন্দাবন এত দিনের পর শূন্যবন হলো। পূজার

সময় বাড়িতে মাগ ছেলেকে একখান কাপড় চোপড় বা না দিলেই বল্‌বে কি ? আর পাই বা কোথায় ? বড় পেঁচে পল্লেম।

ক্ষেত্র। তোমার তো খালি কাপড়ের ভাবনা, আমার দশা কি হবে ? ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো পামর বাবু ছিলো, তা ভগবান সে আশাও নৈরাশ কর্‌লেন। আমার কপাল ভেঙ্গে গেছে! যাহোক্ "যৎ কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মুল্য" না পেলে তো হয় না ?

চুড়ামণি। ওহে! আমারও ঐ দশা, দেখচো, অবস্থার বৈলক্ষণ হলে বিধাতার দৃষ্টি কম পড়ে ? না পড়্‌বে বা কেন ? শাস্ত্রে যা আছে তা কি মিথ্যা হয় ?

ক্ষেত্র। কও চুড়ামণি, এর শাস্ত্রটা আবার কি ? আমাদের পোড়া কপাল পুড়ে গেছে, তা শাস্ত্রে কি কর্‌বে, এর ভিতর ও তোমার নুকো-চুরি ?

চুড়ামণি। ওহে শাস্ত্রছাড়া কি কর্ম্ম আছে ? ভাগ্গিস ছেলে বেলা ন্যায় আর নীতি শাস্ত্রটা মন দিয়ে পড়ে ছিলেম, না হোলে লোকের

কাছে যাওয়া, আসাই, ভার হতো! "গতা বহ্নতরাকান্তে সম্পাতিষ্টতি শর্ব্বরি ইতি চিন্তে সমুথায় কুরু সজ্জন রঞ্জন" এর মানে "যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়সির ঘুম নাই" আমাদের ক্লেশ হয়েছে, আমরাই ভুগ্‌বো, অন্যে সইবে কেন? ভাবটা বুঝেচ্!

ক্ষেত্র। পোড়ারমুখে হাঁসিও পায়, না হেসে থাক্‌তে পারি না, চুড়ামণি তোমায় কে পড়িয়েছিল, তাকে আমায় দেখাতে পারো? সে বেটার বিদ্যা যে অগাদ দেখ্‌তে পাচ্ছি! তোমার তো হবেই, যেমন গুরু তেমি শিষ্য, সংস্কৃত তোমার কণ্ঠস্থ হয়েছে, কেমন গা? এবার বাবা নুকোচুরি বেরিয়ে পড়েছে!

চুড়ামণি। সংস্কৃত বিষয়ে আমি প্রায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন! আপ্‌শোষ যে লোক নেই, কার কাছে পরিচয় দি। এখানকার পণ্ডিতদের কথা কিছু বলোনা, তারা মূর্খ, বেল্লিকের শেষ, কেবল বড় মানুষের মন আর অবিদ্যা যুগিয়ে বেড়ায়, লেখা পড়ার চর্চ্চা প্রায় উঠে গেছে।

ক্ষেত্র। মহাশয়ের যে রকম বিদ্যা দেখা গেল, এমন অতি কম লোকের আছে। তোমার গুণের বালাই লয়ে মরি, যা হোক্ চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটে গেল, সেই ভালতেই ভাল! আর কাজ নাই, লুকোচুরি গুলোও আমি কিছু কিছু বুঝি।

চুড়ামণি। মিছে আর বিদ্যা বুদ্ধির কথা কইলে কি হবে তা বল? এখানে বিদ্যার আদর নাই, চল পামর বাবুর কাছে গিয়ে টোপ ফেলা যাক্।

ক্ষেত্র। সে গুড়ে বালি! বাবুতো টৈপেতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছেন। টোপ ফেল্লে আর কি হবে বল? এক আদ-টা পুঁটিও পড়্‌বেনা!

চুড়ামণি। তবে চল বেরিয়ে পড়ি, কোথা-কার জল কোথায় পড়ে দেখা যাক্। আমাদের কপাল কি এম্নি ভেঙ্গে গেছে হে, যে ঘোড়া গাঁতা দিলেও চল্‌বেনা! ভাল, একবার পশ্চিমা-ঞ্চলে গিয়ে দেখা যাক্ না, কি হতে কি হয়, সেখানে তো আর লুকোচুরি নাই?

ক্ষেত্র। যাবে ত চল, আমার তো এগুলেই হলো, কথায় বলে "ভাত খাবি না হাত ধোব কোথায়" আমি যেমন কোরে আছি তা শত্রু যেন না থাকে "না মরি না বাঁচি, আড়া আগুলে পড়ে আছি" এখানেই হোক্ বা পশ্চিমেই হোক্ এক রকম করে কেটে গেলেই হলো, আমার এখন "দিন গত পাপ ক্ষয়"।

চূড়ামণি। তোমার যে "অর্ গুণ নেই বর্ গুণ আছে" কথায় কথায় হিঁয়ালী ঝাড়্চো, বুড়ো রসের মুড়ো, যা হোক্ চল একবার দেখা যাক্ "আমাদের কপালে অষ্টরম্ভা" আছে, কি আর কিছু? কিন্তু বল্‌তে কি, যে দিন, থ্যান পড়েছে "না আঁচালে বিশ্বাস নেই" লুকোচুরি ছাড়াতো কিছু নাই।

নবম অধ্যায়।

"অবাক কলি পাপে ভরা"

চরিত্র শোধন যদি আগে নাহি হয়।
যেখানে যাইবে দোষ সহ তার রয়।
অবাক হয়েছে লোকে পাপে ভরা ধরা।
সবার উচিত তাহা সংশোধন করা॥

পামর বাবু নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বারানসী পৌঁছিলেন, এবং কিছু দিবস ঐখানে বাস করাতে কুমার শশীনাথের সহিত প্রণয় হইল। কুমার বাহাদুর রাজা কটিকচাঁদের পুত্র, নিবাস দক্ষিণ, লেখা পড়া কলিকাতায় শিক্ষা হওয়াতে, ইংরাজী ভিন্ন বাঙ্গালা বড় ভাল কহিতে পারেন না। কুমারের বাপের তালুক আছে, সরকারি মালগুজারী বাদে, প্রায় কম বেস ১৩৷০ মাসিক আয়, এবং ইহার মধ্যে বাপ পোয়ের এক রকম দিনপাত হয়। অবশেষে হাতচিটিকাটা! এ এক কলিকাতার লুকোচুরি।

শেলাইপাড়া নিবাসী রামলাল আষ মহাশয় বরাবর দালালি করিতেন, কিন্তু চিনেবাজারে তাঁহার নীলেখেলা সম্বরণ হওয়াতে তাঁহাকে সর্‌তে হইল। রামলাল তাহার পর যাত্রার অধিকারিগিরী, ও অন্যান্য দালালি করিয়া, বাবুজেরের মন যুগিয়ে বেস দশটাকা রোজগার করিতেন; পরে কুমার শশীনাথ যৎকালীন কলিকাতায় ইংরাজী পড়িতে আসিয়াছিলেন, তখন রামলালকে তিনি Aidde camp পদে নিযুক্ত করিয়া মাসিক বেতন ১।০ তেল কাট, আর খোরাক পোষাক বরাদ্দ করিয়া দেওয়াতে রামলাল ইয়ারকির মৌতাতে তাহাই একসেপ্‌ট Accept করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ ও চুড়ামণি আর কাপ্তেন না পাইয়া বারানসীতে কুমার শশীনাথের শরণাগত হইয়া পড়িলেন। শশীনাথের এই চতুর্ব্বর্গীয় সভা সুতরাং বড় গুলজার হইল, আর ইমিটেসন্ Imitation বাবুগিরি এক রকম বেস চলিতে লাগিল। পামর বাবুর পূর্ব্ব পরিচয় ইহারদের নিকট বিশেষ অবগত হইলেন। একদা শশী-

নাথ Full ফুল মজলিসে বসে আছেন, এমত সময়ে পামর বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

শশীনাথ। Good Morning, how are you to-day? আমি তোমাকে Expect করিতেছিলাম, তুমি এতক্ষণ আসো নাই কেন? Consider my house যেন তোমার During your stay here.

পামর। মহাশয় আমি এখানে অধিক দিবস থাকিব না, না হইলে আপনার বাটীতে আসিতাম।

শশীনাথ। oh indeed! but you must spend a day or two with me বুঝ্‌লে কি না what say you রাম?

রাম। তার কি আর কথা আছে, আর না থাক্‌বার origin কি?

পামর। মহাশয় যদি কোন ধর্ম্ম বিষয় বা অন্য কোন আলোচনা করেন, যাহাতে মনের ও জীব আত্মার আহার পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি যে কয় দিবস এখানে থাকি, আপনার

বাটীতে নিয়ত হাজির থাকিব। এতে আমার লুকোচুরি কিছু মাত্র নাই?

শশীনাথ। oh indeed! তোমার তো আ-হার পাইলেই হলো। why did you not say that? রাম! tell some body to bring some glasses আর এক বোতল ব্রাণ্ডি, আর কিছু ভাজা ভুজি?

রাম। ওরে শ্রীনাথ! শ্রীনাথ!

শ্রীনাথ। আজ্ঞে!

রাম। ব্রাণ্ডি, গ্লাস, ট্ম্লাস, গুলো নিয়ে আয় না, ব্যাটা ডাক্‌লে বুঝ্‌তে পারিস নে?

শ্রীনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ! বুঝ্‌তে অনেক কাল পেরেছি! (স্বগত) এসব চোরা গোপ্তান বইতো না, বাবুদের এদিকে ঢাল সম্বর হচ্ছে, আবার ওদিকে হিন্দু সমাজে গিয়া সনাতন ধর্ম্ম যাতে বজায় থাকে তারও উপায় কচ্ছেন, বলিহারি যাই!!!

রাম। মহাশয়! আপনার বাটীর চাকররা বড় চিট্ নয়, ব্যাটারা ইসারা বুঝ্‌তে পারে না— চাকর যদি বল্লেন, তো আমাদের নীলমাধব বাবুর চাকর—ব্যাটা, মহাশয়! তাঁ কল্লে পেটের

কথা বোঝে, আর ইসারায় সকল কর্ম্ম করিতে পারে।

শ্রীনাথ। উঃ বাবুর মন আর পাওয়া যায় না; মুহুর্ম্মুহু তামাক, আর তাই তাই দিচ্চি, তবু আর মন উঠে না বলিয়া; গ্ল্যাস ও ব্রাণ্ডি আনিয়া দিল।

শশীনাথ। Now my friend, here you are তোমরা আপনা আপনি help কর, কোন ceremony করোনা।

পামর। মহাশয় আমি আর এ কায করি না, নচেৎ খাইতাম।

শশীনাথ। কেন বল দেখি? there is no harm in taking খুব অল্প quantity as medicinally।

পামর। আমায় ক্ষমা করুন্, আমার এখন প্রয়োজন হচ্চে না। আমি আগে অনেক খাইয়াছি কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না, এবং এতে মজাও পাইনে। আমি কলিকাতার লুকোচুরি অনেক দেখেছি আর সকলি কিছু কিছু বুঝি!

রাম। পামর বাবু! কলিকাতা কত দিন ছাড়ি-

য়াছেন এবং সেখানকার নতুন খবর টবর কিছু কিছু বলুন না শুনা যাক্।

পামর। আমি প্রায় মাসাবধি কলিকাতা ছাড়া, এবং কোন নূতন সংবাদ নাই। কলিকাতা যেমন তেম্নি আছে; চোহেল, মজা ও আমোদের চূড়ান্ত হচ্ছে! নূতন নূতন বহি লেখা হচ্ছে, নূতন নূতন বাবু হচ্ছে, সহর রইহ কচ্ছে, আর কত উনপাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা নূতন নূতন সভা স্থাপন কচ্ছে, আর কত বল্‌বো? কলিকাতার নুকোচুরি তাহদ্দ!

শশীনাথ। oh indeed! but you must tell me who is this হঠাৎ বাবু?

পামর। একটি তো নয়, যে বিশেষ করিয়া বলিব, মহাশয় খুঁজ্‌তে গেলে শত্রু মুখে ছাই দিয়ে অনেক গুলি আছেন, আর নম্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে নুকোচুরিতেই মাথা খেলে!

শশীনাথ। Oh indeed! but let us hear of some of them বুঝ্‌লে কি না! আমার কাছে আর নুকোচুরি কাজ কি?

পামর। আমি গুটি কতক বলি শুনুন, গুরু-দাস গুঁই আজকাল ওয়েলর ঘোড়া চড়িয়া সহর কাঁপাচ্ছে, thief garden ইষ্ট্রীটের মৃত্যুঞ্জয় ও দুঃখিনাথ জুড়ি বেঁধে খুব ইয়ারকি কর্‌ছে, এরা গয়ায় মট্‌ও একটি দিয়ে বাপের নাম রেখেছে। একটি একটি বাবুর গুণের কথা বল্‌তে গেলে কাগচ পুরে যায়। মহাশয় ছোঁড়ারা হাড় ভাজা ভাজা করেছে, আর এদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল, কিন্তু কিছু কিছু না বলিলেতো কলিকাতার নুকোচুরি ধরা পড়ে না,তাই বল্লেম!

শশীনাথ। Oh indeed! but how are the old folks getting on? I mean বুড়ো বেটারা, বুঝ্‌লে কি না?

পামর। বুড়োরা কিছু ক্ষান্ত আছে। জীবন বাজারের ছোঁড়ারা প্রায় পেঁচার মত কুপোকাত হয়েছে, পেঁচার এখন চুপ চাপ, আর মুখে কথা সরেনা,মহাশয় পৃথিবী একটু জুড়িয়েছে! পেঁচার যখন বোল বোলা ছিল তখন রাত্রকাল, কিন্তু এখন প্রভাত হওয়াতে আর তার কথা বড় শুনা

যায় না! বোধ হয় তাহার নীলেখেলাও এক রকম ভোর হয়েছে।

শশীনাথ। oh indeed! but how is the rising class getting on আর education কেমন হচ্ছে?

পামর। লেখা পড়ার চর্চ্চা বড় ভাল দেখিতে পাই না, খান কতক যে বই ছাপা হইতেছে তাহাতে বিদ্যার লেশ কিছু মাত্র নাই, কেবল true copy। "পশুদিগের প্রতি ব্যবহার" খানিতে বরং কিছু originality আছে, অন্যান্য পুস্তক সকল বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়িয়া লেখা যায়। আবার আজকাল অনেক school boy নাটক লিখ্ছেন। মহাশয় এই জ্বালায় নাটকের আর আদর নাই, লোকেও পড়ে না, ঠিক যেমন মিসনরির বাইবেল ছাপানো গোছ হয়ে দাঁড়িয়েছে, রোজ রোজ ঝোড়া ঝোড়া ছাপা হচ্চে অথচ কেউ পাতা উল্টায় না, আর তাতে রসও নাই, কসও নাই! আর না টক, না মিটে, কালেক্কে বাবু, পণ্ডিত হবে! অগ্রেই বলা হয়েছে যে কলিকাতায় ঢের নুকোচুরি

আছে,তা মহাশয় ! লেখকদের মধ্যেও কিছু কমি নাই, ধর্‌তে গেলে সকলিই লুকোচুরি !

চূড়ামণি। ভাল, পামর বাবু আপনি তো আমাদের আগে এসেছেন, এখন বলুন দেখি বারাণসী কেমন দেখ্‌লেন।

পামর। গঙ্গার উপর হইতে বারাণসী দেখ্‌লে বোধ হয়, বিধাতা চিত্রপটে চিত্র করিয়া কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সহরটি এম্‌নি সুন্দর যে দেখ্‌লে মন পুলকিত হয়। মহাশয় আকাশ যদি কাগজ, ও সুমেরু যদি কলম আর গণেশ যদি লেখক হয়, তবে কাশীর মনোহর দৃশ্য সকল বর্ণনা করা যায়। কাশীতে লুকোচুরিও ঢের আছে।

চূড়ামণি। কাশী আমাদের তীর্থস্থান, এখানে আর লুকোচুরি কি আছে? মহাশয় দুদিন আসিয়া কাশীর কি বা দেখ্‌লেন, তা লুকোচুরি ধরবেন? এতো আর কলকেতা নয়, যে, যা বলবেন তাই সাজবে?

পামর। বটে হে বটে! আমি দুদিনে যা

দেখেছি তাইতে আমার হরিভক্তি উড়ে গেছে আর আমার এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হয় না!

চুড়ামণি। কেন মহাশয়! কি দেখলেন, বলুন না, কাশীর মাহাত্মটা কিছু শোনা যাক।

পামর। কাশীতে আছে কি তা বলবো? স্থানটা অতি মনোরম্য, জলবাতাস বড় মন্দ নয়, বাকি সব ফক্কা! রাঁড়, ষাঁড়, ঘাট, এই তিনটি নিয়ে কাশী! আর যে সকল কদর্য্য কর্ম্ম এখানে হচ্ছে; বোধ হয় মহাদেবও এখানে না থাকলেও থাকতে পারেন।

শশীনাথ। oh indeed! but I tell you what you can do, have a peg আর ঢেঁকির কচকচি ক-রোনা, কাশী ভাল কি মন্দ তা আমাদের কি?

পামর। কাশীর প্রতি পূর্ব্বেকার আর সে ভাব নাই, ভক্তিও নাই। এখন কাশীতে মলে শিব হয় না, এখানকার লোকদের দুশ্চরিত্র ও কুপ্রবৃত্তি যে রকম তা বোধ হয় যে আমাদের কলিকাতা ভাল! আমাদের এখানে দিন কত-কের জন্য আসা বইতো না, ভাগ্গিস রেল হয়ে

ছিল, না হলে তাও হতোনা, আর নুকোচুরিও দেখতে পেতেম না।

চূড়ামণি। এতই যদি ঘৃণা তবে এলেন কেন? এ গুলি কেবল গ্রহের কর্ম্ম বৈতো নয়। দেখুন দিব্বি সুখে কলিকাতায় ছিলেন, ও পাঁচ জনকে প্রতিপালন করিতে ছিলেন, তার পর কি যে কুমতি হলো তা বলতে পারিনে, অদেষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে? না হলে আমাদের বা এত ক্লেশ হবে কেন? এসব নুকোচুরি বৈতো না!

পামর। চূড়ামণি! আপনাকে তো সবিশেষ বলিয়াছি, আর বারম্বার ও কথা কেন? আমার বড় সাধ ছিল, যে কাশী দেখে আমার এ তাপিত প্রাণকে শীতল করবো, সে আশা এখন হইয়াছে, এখন মানস করিয়াছি পুনরায় শীঘ্র কলিকাতা যাইব।

চূড়ামণি। আঃ এমন কি হবে! চলুন শীঘ্র যাওয়া যাক, বলতে কি! আমার এখানে এক দণ্ড মন টেঁকে না, "শুভস্য শীঘ্রং" আর দেরি করা বিধি নয়।

পামর। চূড়ামণি মহাশয়! আমি আর সে

লোক নাই, আমার আহার ব্যবহার সকলি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আমার কেবল এক লক্ষ্য আছে তাই কায়মনোচিত্তে যত্ন করিতেছি! বলুন দেখি এই গানটী কেমন হইয়াছে।

রাগিণী জঙ্গলা খেম্‌টা। তাল আড় খেম্‌টা।

গেলে সেই স্বজনে। তাঁরে রাখি হৃদ পদ্মাসনে।
তাঁকে সদা প্রয়োজন, তিনি সবার প্রিয়জন ॥
কাম মোক্ষ ধর্ম্ম ধন, দিয়ে তোষেণ,
প্রিয় জ্ঞানে তিনি তোষেণদীনজনে ॥

চুড়ামণি। মহাশয়ের এমন রচনা শক্তি আগে ছিল না? বলতে কি গানটী উত্তম হইয়াছে।

পামর। সাধলেই সিদ্ধ হয়! তুমি যদি আলোচনা কর তো তোমার ও হবে। মনকে যে দিকে লইয়া যাবে, সেই দিকে যাবে। যদি সুপথে যাও, তো মনের সুমতি হবে, আর কুপথে যাও তো কুমতি হবে,আর লুকোচুরি করলেই মন্দ। শুনুন দিকি আর একটি গাই।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

তাই কি মনে করে বসে আছ বিরলে রে মন।
নয়ন মুদিত করে তাঁকে দেখিবে যখন॥
পাপ দোষ পরিহর, সাধ তাঁরে নিরন্তর,
সর্ব্ব খর্ব্ব কর যদি পাবে দরশন।
যারা সুত বন্ধুগণে, বিষয়াদি বিসর্জ্জনে,
ভাব তাঁরে এক মনে,তবে হইবে চিত্ত শোধন॥
পরম পরমেশং, অমৃতানন্দ রূপং, হৃদে কর শরণং,
কালের যন্ত্রণা আর হবে না কখন॥

শশীনাথ। Oh indeed! কিন্তু তুমি বেস improvement করেছতো "বায়ুনাং বিচিত্র গতি"

চূড়ামণি। তাইতো গা! পামর বাবু যে এক জন কেষ্ট বিষ্ণুর মধ্যে হয়ে পড়লেন, ইনি যে বর্ণ চোরা আঁব, একে চেনা ভার, বাবা ঐ পেটে এত নুকোচুরি ছিল !!!

পামর। বানু পণ্ডিত হবে তো আমি বাকি থাকি কেন! সে যাহা হউক আমার এতই কি দেখলে যে তোমার চোক টাটাচ্ছে, এখন বিদায় হই।

শশীনাথ। Oh indeed! but have something

এক গ্ল্যাস খাও? শুদ্ধ মুখে যাওয়া টা ভাল হয় না।

পামর। মহাশয়! আমাকে পুনঃ পুনঃ ঐ কথা কেন বল্‌ছেন, আর কি অন্য কিছু নাই যে আ-মাকে দেন? একটা পান দিলনা কেন, তা হইলেই তো হলো?

চূড়ামণি। বাবা! ক্ষুদের স্বাদ কি ঘোলে মিটে! আর জ্বালান কেন! পথে আসুন, না হলে আমিই বা আপনার সঙ্গে গিয়া কি কর্‌বো?

পামর। ইদানী কি প্রথা হইয়াছে তাহা কিছুই বল্‌তে পারি না, ভদ্রলোকের কাছে গেলেই আগেকার মতন পান তামাক্ দেয় না। এখন কেবল ব্রাণ্ডি; স্থান বিশেষে কাঁচের গ্ল্যাস না চলে, রূপার গ্ল্যাস বেরোয়, একি সামান্য দুঃখের বিষয়। মদেই আমাদের দেশ ছারখার কল্লে, তা আমি বলেই বা কি কর্‌বো? রাজা মনে না কল্লে আর অন্য উপায় নাই। কালে-ক্কে যে কতই হবে তা বল্‌তে পারিনে।

লুকোচুরি করেই আমাদের দেশটা হয়রান পেরেসান হয়ে গেল ?

শশীনাথ। Oh indeed ! is that your opinion ? তুমি ছেলে মানুষ; জাননা যে মদে কত মজা ? What I am offering you. ওতো মদ নয় ? ও Mother's milk.

চূড়ামণি। বাবা ! তার আর কথা আছে ? মদকে শোধন করে খেলে কি হয় তা জান—"সুধা" এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেলো কে ? ইচ্ছা করে তার বালাই লয়ে মরি !

পামর। মদেই সর্ব্বনাশ হচ্ছে তা দেখে শুনেও ছোট বড় অনেকেই খাচ্চে। মজা ক্ষণিক, দুঃখ অধিক, ইহার গুণ কিছু নাই; অপকার সমুদয়, লুকোচুরি ঢের !

শশীনাথ। Oh indeed ! থাম থাম, You are going too fast. মদে যে কি মজা হয়, তা যারা খায়, তারাই জানে। মন প্রফুল্ল করে, Mind enlarge. করে, Ideas. নতুন নতুন হয়, ভাব নানা প্রকার আসে, ও ভক্তির উদয় হয়। প্রেম গদগদ করে, লুকোচুরি কিছু থাকে না, প্রাণ খুলে যায়।

মদ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার কিছু মাত্র থাকে না এ জিনিস যারা খেয়েছে—তারা বুঝেছে—অন্যে কি বুঝ্‌বে ?

পামর। মহাশয়! মদে নানা প্রকার কুমতি উদয় হয়—মদেতে রিপু প্রবল করে, পরস্ত্রী ও পরের দ্রব্য হরণ, এবং প্রাণী হত্যা হয়—এমন জিনিস খাবার কি ফল? এ দিল্লীর লাড্ডু যারা খেয়েছে তারা পস্তাচ্ছে, যারা না খেয়েছে তারাও পস্তাচ্ছে! আর আমার সময় নাই, এখন আসি।

চূড়ামণি। বাবা! যদি একটু খেয়ে দেখ্‌তে তো টের পেতে! এতে পুত্রশোক নিবারণ হয়, এ জিনিস কি ছাড়তে আছে?

শশীনাথ। Oh indeed! you are going? good bye. আবার দেখা হবেতো?

পামর। মহাশয় আমি আগত কল্য কলিকাতা যাইব, এখন চল্লেম Farewell.

শশীনাথ। Oh indeed! but I am also going down to calcutta in a day or two. বোধ হয় আমি তোমার সঙ্গে একত্রেই যবা However you will hear from me, good bye for the present.

চুড়ামণি। দেখ্‌লেন মহাশয়? আমাদের পা-মর বাবু কেমন সুধ্‌রে গ্যাচেন! কেমন! রাম বাবু কি বলেন?

রাম। আরে রেখে দাও, ও ব্যাটা বেল্লিক, কেবল মদের নিন্দে করে গ্যালো, ব্যাটা নিজে-একটি ভুষণ্ডী, যেন কিছুই জানেনা, ন্যাকা, এখন পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছে। আমি অমন সব লোকের সঙ্গে স্বর্গেও যেতে চাইনে! কি বল ক্ষেতু ঠাকুর?

ক্ষেত্রনাথ। আরে ভাই আপনার দুঃখ ধা-ন্দাতে মোরে যাচ্ছি তা আর কি বল্‌বো বল? শুন্‌ছি সব, কিন্তু মন ভাল নহে কাজে কাজে দুটো একটা জবাব দিতে পাল্লুম না। ব্যাটার সঙ্গে কথা কহিতেও ইচ্ছা করে না, আমার ইহকাল, পরকাল দুকাল খেয়েছে, এখন আপনার মঙ্গল চেষ্টায় আছে—ওর কি ভাল হবে? ব্যা-টার অন্ত পাওয়া ভার—সব তিট্‌কিলেমি—আর সব লুকোচুরি!

দশম অধ্যায়।

শিকারী বিড়াল গোঁফে ধরা পড়ে।

যে জন বঞ্চনা করে উপকারী জনে।
কখন তাহার সুখ নাহি এ ভুবনে॥
কি রূপে থাকিবে বল অধর্ম্মের ধন।
লোকে পাপ পাপে ঘটে অকাল মরণ॥

পামর বাবু, কুমার শশীনাথ, রামলাল, চূড়ামণি ও ক্ষেত্রনাথ সকলে একত্রে আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন। কুমার, সহরের অন্তঃপাতি একখানি বাগান ভাড়া করিয়া রামলালের সহিত বাস করিলেন। পামর বাবু তাঁহার আহিরীটোলার বাটীতে গেলেন। চূড়ামণি ক্ষেত্রনাথকে লইয়া সোণাগাজিতে এক মাটগুদাম কেরায়া করিয়া পুনরায় লুকোচুরি করিতে আরম্ভ করিল।

সকলকার সময় চিরকাল সমান যায় না, জোয়ার ভাটা যে গঙ্গাতে আছে এমত নহে,এ সকল কর্ম্মেতেই আছে, এবং মনুষ্যের অদৃষ্টেও আছে।

কালের বিচিত্র গতি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে গদাধর ব্যবসা করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিল, এবং অর্থের সঞ্চয় করিতে লাগিল। আতুর, অন্ধ, দরিদ্র, দুঃখি লোককে বিশেষ যত্ন ও প্রতিপালন করিতে লাগিল; এবং সেই জন্য তাহার কাজ কর্ম্ম ও উত্তরোত্তর ভাল হইল। যদবধি পামর বাবু কলিকাতা হইতে পশ্চিমাঞ্চলে গিয়েছিলেন; সেই অবধি গদাধর পামর বাবুর স্ত্রীকে ও তাঁহার সন্তানদিগকে যৎপরোনাস্তি আদরের সহিত প্রতিপালন করিতেন এবং সেই জন্য পামর বাবু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবারে অগ্রে পরিবারের কুশলাদি জানিয়া গদাধরের নিকট গেলেন।

গদাধর। আস্তে আজ্ঞা হউক—আজ কি সুপ্রভাত যে আপনাকে স্বচ্ছন্দ শরীরে পুনরায় কলিকাতায় দেখিলাম।

পামর। হাঁ! আমার সব মঙ্গল বটে, কিন্তু আপনি যে রূপ আমার পরিবারের প্রতি আচার ব্যবহার করিয়াছেন বোধ করি আপনার ঋণহইতে আমি কখনই মুক্ত হইতে পারিব না,

যা হউক বন্ধুর কার্য্য যথার্থই করিয়াছেন। আপনার মঙ্গলের জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট সতত উপাসনা করিব।

গদাধর। যদি ঋণের কথা বলিলেন তো সে আমার, আমি যে কত উপকৃত আছি, তা কবার নয়। মহাশয় কি একা এলেন?

পামর। না—চূড়ামণি, ক্ষেত্রনাথ, কুমার শশীনাথ আর রামলাল, আমরা সকলেই একত্রে আসিয়াছি।

গদাধর। চূড়ামণি আর ক্ষেত্তর যে আবার ফিরে এলো; এবার তাদের রকমটা বড় ভাল নয়। আর না এসেই বা যায় কোথায়?

পামর। সে যা হউক আমার কাছে আর তাদের থাকা হবে না, আমি তো এখন উদাসী-নের মত—আমার আর মোসাহেব দরকার কি? বরং আমি শশীনাথকে বলে দিব, তাঁর কাছে থাক্, সেখানে আদর হবে, আর লুকোচুরি বেস চল্‌বে।

গদাধর। আমিও তাই বলি যে ব্রাহ্মণের ছেলে দুটো মারা না যায়—মহাশয় সততঃ পরতঃ

কোন রকমে ওদের একটা উপায় করে দিন (এই সকল কথা হইতেছে, ইতিমধ্যে কুমার শশীনাথ রামলালের সহিত পামর বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আইলেন)।

শশীনাথ। How do you do? তবে, সব ভাল তো Well how do you like the weather?

পামর। আপনার অনুগ্রহে এক রকম অমনি আছি, আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন, আমি তো আর দল ভুক্ত নাই?

শশীনাথ। Oh indeed! তুমি কি একেবারে বয়ে গ্যাছ, Well then, are you coming to the theatre.?

পামর। না মহাশয়! আপ্নি কোন্ থিয়েটারে যাচ্ছেন?

শশীনাথ। Well I dont exactly recollect the name. গালতি গাধব না সালতি সাধব এই রকম একটা নাম হবে?

গদাধর। মহাশয়ের এবার কি উপলক্ষে কলিকাতায় আসা হলো?

শশীনাথ। To tell you the truth I want so-

me money. তুমি যোগাড় করেদিতে পার? আমি শীঘ্র আসল মায় সুদ চুকিয়ে দিব My. নায়েব will be sending a mint of money. মাস দুয়ের মধ্যে And I really do not know what to do with it. কিন্তু আপাতত; কিছু টাকার দরকার হয়েছে, যোগাড় করে দিতে পারো?

গদাধর। বোধ হয় দিতে পারি! আপনি টাকা তো দুই মাস বাদে দিবেন; কিন্তু কিছু বন্ধক না দিলে সুবিধা হবে না, Plain নোটে টাকা বড় সহজে পাওয়া যায় না, আপনার কাছে বলা ভাল, এতে আর নুকোচুরি কি?

শশীনাথ। Oh indeed! আমি টাকা শীঘ্র ফেলে দেব, তার আবার বন্ধক কি? বরং সুদ ৪৮৲ টাকার হিসাবে দেব আমার friends সব এই হারে দেন Now will that satisfy you এতে-তো আর নুকোচুরি নাই।

গদাধর। (পামর বাবুর কানে কানে) মহাশয় কি আজ্ঞা করেন?

পামর। ওহে আমি নুকোচুরি কিছু২ বুঝি; ও টাকার সুদ আসল কিছুই ফেরত্ আস্‌বে না,

তার চিন্তা নাই, কিন্তু যদি উহার উপকার হয় তো না হয় আমার তহবিল থেকে টাকা দেও, শেষে ওর ধর্ম্ম ওর কাছে?

গদাধর। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মহাশয় আমি দেব? আপনকার কবে দরকার?

শশীনাথ। Oh indeed! আমার এখনি হাজার টাকা দরকার, বুঝলে কি না?

গদাধর। তবে এই টাকা নিন, মহাশয় এর পরে Hand note. পাঠাইয়া দিবেন?

শশীনাথ। Thanks, I will not forget you. তোমার যাহাতে ভাল হয়, তা আমি কর্‌বো আমার Time over. হলো Good bye.

রাম। মহাশয়! এবার আমার মাহিনাটা অনুগ্রহ করিয়া দিন, আর চলে না! এতো আমার চাক্‌রি নয়, বাকরি হয়েছে, আর লোকের সঙ্গে ভাঁড়াভাঁড়ি করে লুকোচুরি কর্‌তে পারি না!

শশীনাথ। Oh indeed: আচ্ছা তোমার কিছু দেব, এখন চলো থিয়েটার মাথায় থাক, টাকার ঢের দরকার আছে—নতুন গবর্ণর এসেছেন তা পোষাকও নাই যে লেভিতে Levy. যাই! ভাগ্-

গিস এ বোকাদের টাকাটা পাওয়া গেল, না হলে আমার বাড়ি ভাড়া দেওয়া ভার হয়েছেল এ সব লুকোচুরি বৈত্তোনা, বুঝ্‌লে কি না ?

রাম। মহাশয়! আমিও কিছু কিছু বুঝি ? সে যা হউক এখন চলুন, কলকেতা থেকে সরে পড়া যাক্—আর গদা ব্যাটা বড়ঠেঁটা ও ব্যাটাকে (Hand note.) হ্যাণ্ড নোট দেবার কিছু দরকার নাই—লুকোচুরি করাই ভালো ?

শশীনাথ। মিছে নয়, এখন কাজতো হয়ে গ্যাছে,বেটাদের কলা দেখানোই পুরুষের কাজ— এরা সব ভক্তবিটেল আর বিলকুল্ লুকোচুরি এদের ফাঁকি দেওয়াই উচিত্ Infact calcutta is becoming very hot for me. বুঝ্‌লে কি না ? চল আজ রাত্রের ট্রেণে চলে যাওয়া যাক্।

রাম। যে আজ্ঞা চলুন, কিন্তু আজ একটা বড় Garden feast ছেলো সেটাতে ফকে গেলুম এই আপশোষ ?

শশীনাথ। Oh indeed বটেই তো হে, আমার সব Freinds যাবে, আর মজা তাহদ্দ হবে এমন কি ? শুনে আমার জিব দিয়ে নাল পড়ছে—

থাক্‌তেও ইচ্ছা হয় না, তোমার কাছে আর লুকোচুরি করে কি হবে, বোধ হয় তুমি কিছুং জানো ?

রাম। মহাশয় যে শীকারি বেড়াল—তা আমি বেস জানি, আর যারজন্য আপনার কলিকাতায় আসা—তাও আমি কিছুকিছু বুঝি! এখন কথানা ওয়ারিন ঝুল্‌ছে সেটা খুলে বলুন দেখি—আমার কাছে আর লুকোচুরির প্রিয়জন কি ?

শশীনাথ। তা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, পাঁচ ছয়খানি হবে, মোদ্দা আর চলে না! প্রায় সকলে, টের পেয়েছে যে আমি শীকারি বেড়াল। যাহা হউক এ Garden feast. না খেয়ে গেলে মনে বড় খেদ থাক্‌বে, আর বল্‌তে কি আমার আজ চারি পাঁচ দিন ভাল করে খাওয়া হয়নি কেবল মুসুর দাল আর কাঁচকলা ভাতের উপর নির্ভর। রাত্রে ওয়ারিন ধর্‌বার যো নাই, সুতরাং আজ মজা করে নিয়ে কাল সকালে গদা বেটাকে কলা দেখিয়ে চলে যাবো, বুঝ্‌লে কি না ?

রাম। আজ্ঞা হ্যাঁ আমি কিছুকিছু বুঝি! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বরাবর পা গাড়িতে

যেতে হবে না কি? না হয় এক খানা ছকড়া ভাড়া করবেন?

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, টালার হরগোবিন্দ বাবুর বাগানে উপস্থিত হইলে, সেখানে সমাদর করিয়া শীকারি বিড়াল বাবুকে বিলক্ষণ মদ্যপান করাইল—এমন কি নেসাতে অবশ হইয়া, সেইখানে অবস্থিতি করিতে হইল। অন্যং বাবুরাও পেকে উঠলেন—মজা তাহন্দ হইতে লাগিল, কোন বাবু গাইতে লাগ্‌লেন, কোন বাবু ডাইনে বাঁয়া ছোড়া ছুড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন, কোন বাবু বা জমি নেওয়াতে তাহাকে জলে চোবাইতে লাগিল, আহারাদি কাহার বা হইল কাহার ও বা না হইল। এই রূপে Garden feast over. হইয়া গেলে বাবুরা নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। কুমার শশীনাথ ও রামলালের চেতন হওয়াতে দেখ্‌লেন, যে টাকা গুলি পামর বাবুকে ফাঁকি দিয়ে এনেছিলেন সে গুলি পকেটে নাই—সুতরাং অতি বিষণ্ণ বদনে রাস্তায় আসাতে আদালতের লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কলিকাতার বড় জেলে অধিবাস করিলেন।

কিছু কাল পরে রামলাল খালাস হইয়া পুনরায় চিনেবাজারে বঙ্কুবিহারি বাবুর সহিত দালালি করিতে লাগিল, এবং তাহাতে দশ টাকা রোজগার হইতে আরম্ভ হইল। কুমার শশীনাথ জেলে ওলাউঠাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

আবদারে ছেলে বানে ভরা।

বুঝিয়ে যে নাহি চলে পরে দুঃখ পায়।
সবার উচিত বুঝে চলা এবিষয়।
আয়ের অধিক ব্যয় করে যেইজন।
অবশ্য হইবে নিঃস্ব জানিবে সেজন।

উচিতচাঁদ পাল একলা মায়ের এক ছেলে। আবদারে বাবু বলে বিখ্যাত ছিলেন। আবদারে বাবুর কলিকাতার টিঃ স্থলে নিবাস, উপাধি (বি, টি,) B T ; গুরুমারা বিদ্যা হতেই সরস্বতিকে কারখত লিখে দিলেন। একটু মাথা ঝাড়া না দিতে দিতেই এঁচোড়ে পেকে ইয়ার হয়ে পোড়লেন, ক্রমেং ছুটা দশটী বাপে তাড়ান, মায়ে খেদান, এডীক্যাম্প এসে জুটলো। প্রথমতঃ একটা ক্লব স্থাপিত হোলো, তার পর সমাজ, সমাজের পত্রিকা হতেই আর বিয়ারিং পোষ্টে চোললো না, টাকার দরকার হোলো।

আবদারে বাবু নাবালক, পিতৃহিন, হাতে বিষয় পড়েনি, মরণ বাঁচণ এক্‌জিকিউটারের হাতে, টাকার জন্য সহজেই মায়ের উপর ভারি তম্বি আরম্ভ কোল্লেন—আজ দশটাকা—কাল কুড়িটাকা দাও, এম্‌নি হতেহতেই টাকা ও আবদার দুই বেড়ে উটলো—আজ আমাকে ২০০ টাকা না দিলে গলায় ছুরিদিয়ে মোরবো। মায়ের প্রাণ! কেমন করে সইবে? মেয়ে মানুষের যে বিদ্যা থাকলে অতিশয় বুদ্ধিমতী হয়, তা তাঁর ছিল; কিন্তু আবদারে ছেলে আবদার কোল্লে আর ততটা বিবেচনা কোত্তেন না, সহজেই টাকা বার কোরে দিতেন। ক্রমে ক্রমে আবদার বেড়ে উট্‌লো, কোন দিন ভোঁতা জাঁতি খানা নিয়েই বজ্জাতি কোরে বলে "গলায় দিলেম"। প্রতি দিনেই এক একটা নূতন নূতন আবদার বেরুতে লাগলো। সেই সময়ে আবার অভিনয়ের আমোদ বেড়ে উট্‌লো, কতকগুলো বাস্তুরে গোচ ছেলে এসে জুটলো, নাটক না হতে হতেই সূত্রমুখে চরস সূত্রধর হয়ে দেখা দিলেন, দুদিন চাদ্দিন পরে তাহা

ভাল বিবেচনা না হতে, গাঁজাকে তৎপদে নিয়োগ কোল্লেন। ফলে চরসকেও চটালেন না? দুইই চোলতে লাগলো। আবদারে বাবু চরসের নাম রাবণ আর গাঁজার নাম রাম রাখলেন। যখন যে বিষয়ের ইচ্ছে হোতো, রামকে কি রাবণ কে ডাক বোল্লে অমনি এডিক্যাম্প বাবুরা চরস কি গাঁজা সেজে তয়েরি কোত্তো। শেষে রঙ্গ ভূমিতে সুরা রূপা নটী দেখা দিলেন, তাঁর ভাব ভঙ্গিতে আবদারে বাবু মোহিত হোয়ে গেলেন। সুরার অভিনয়ে কত আমির ওমরা, রাজা রাজড়ার দফা নিকেশ হয়েচে! আবদারে বাবুর তখন রিক্ত হস্ত, মার কাছ থেকে আবদার কোরে যা নিতেন, তাতে আর আমোদের চূড়ান্ত হোতোনা। প্রথমতঃ আমাদের ইহুদি আতরওয়ালাকে ফোর্টী এইট পারশেন্টে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে টাকা ধার কোরে রকমারি নিয়ে আমোদ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। সেই সময়ে আবদারে বাবুর দলটা খুব বেড়ে উটলো। যেখানে বিয়ারিংপোষ্টে মদ চলে, অনেকেই পায়ের ধুলো

দিয়ে বাবুর অনুগত হয়ে থাকে। দিন২ যত রকম রকম লোক যুট্‌চে, আবদারে বাবুর ও দিকে খরচ ও তত বেড়ে উঠ্‌চে। বড় মানুষের ছেলে বোলে মনে একটা খুব সাহস ছিল, যে বয়েস প্রাপ্ত হলেই বিষয় পাবেন। শতকরা কুড়ীটাকা, তিরিশটাকা, চল্লিশটাকা, হতে হতে হন্‌ড্রেড পারশেন্ট—এমনি কোরে স্বদ লিখে টাকা ধার কোরে আমোদ কোত্তে লাগলেন, মধ্যে২ দু একদিন ছট্‌কে বেরিয়ে পোড়ে অবিদ্যাদেরও আ:নতে লাগলেন। আমোদের সীমা ছিল না। ক্রমে বাবু এমনি তৈয়ারি হয়ে উঠ্‌লেন যে যার বাড়িতে যেতেন, তার বাস্তুর মাথা কেঁপে উঠ্‌তো আর থর্‌হরি কম্প লাগিয়ে দিতেন। এক দিন আবদারে বাবু কোন লোকের বাড়ীতে এসে এমনি বেল্‌কোমো আরম্ভ কোরেছিলেন, যে বাড়ী স্বদ্ধ লোক তিতিবিরক্ত হয়ে গ্যালো, আর সে কিছুতে না পেরে; রাগে, দুঃখে, আর কথায় বলে "বোবার শত্রু নাই" বিবেচনা কোরে মান কোরে বোস্‌লো। বাবুর তো কোন বিষয়ে কমী ছিল না, অমনি চুড়ো ধড়া পরে কৃষ্ণ সেজে

অপরাধ ক্ষমা কর শ্রীমতি রাধে” “রাধে ধৈর্য্যং” “প্যারি ধৈর্য্যং” বোলে বদন অধিকারির কৃষ্ণযাত্রা যুড়ে দিলেন। কোন দিন কোথাও রামযাত্রার হনুমান সেজেই নৃত্য কোচ্চেন। তবে গুণের মধ্যে এই, একটু ওর মধ্যে লুকোচুরি ছিল।

কিছু দিন পরেই হ্যাণ্ডনোট গুলির ডিউ ক্রমে২ ওভার হয়ে এলো। কেহ চিটীর দ্বারা, কেহ উকীলের দ্বারা তাগাদা কোচ্চে। বাবুর সে সময়টা আজও যেমন কালও তেমন, প্রথমতঃ কাহার নিকট চিত হস্ত না করিলে আর উপড় হাত করবার ক্ষমতা ছিলনা। আবদারে বাবু কাকেও হাণ্ডনোট রিনিউ কোরে থামালেন, কারেও হাঁটা হাঁটী করিয়ে তাঁড়াতে লাগ্‌লেন। দিন কতক পরেই নিমন্ত্রণের পত্র বেরুলো, কাহার একশপার্টি ডিক্রী হোলো। কাহারো কেস আবদারে বাবু ডিফেণ্ড কোল্লেন, ফলে ডিক্রী হোলো। গা ছোঁয়ার ব্যাপার হতেই, মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে বোল্লেন। “মা! আমি কি লাল কড়িকাট গুণ্‌বো সেই

হোলেই কি ভাল হয় ?” আবদারে বাবুর মা এক্‌জিকিউটর্‌কে বোলে কটা বিষয় থামিয়ে দিলেন। তখন এক রকম বুক বেঁদে গ্যালো, আর পুর্ব্বাবধিই বোলে আসা হোচ্চে, যে বড় মানুষের ছেলে, বাপের বিষয় থাক্‌তে কে আর শ্রীঘরে যায় ? মাঝে মাঝে প্রায় টাকা ধার কোরে এক একবার ঐ রকমে পরিশোধ করেন। কিছু দিন পরেই বয়েস প্রাপ্ত হোলো। বাপের বিষয় পেতে আর ধুমধামের পরিসীমা ছিল না। যখন যা মনে আসে তাই করেন। কখন হোটেলের খানা আনিয়ে আমোদ আহ্লাদ কচ্চেন, কখন তেলেভাজা ফুলরি বেগ্‌নির সহ রকমারি নিয়ে ইয়ারকি দিচ্চেন। আজ স্যাম্‌-পেন চালোয়া—কাল ব্রাণ্ডির মোচ্ছব—পরশু পাঁচ রকম মদ দিয়ে পঞ্চ্‌ কচ্চেন। বাঁদি নেসা না হলে কখন বা মদের সঙ্গে, লডেনম্‌, ও মরফিয়া মিশাচ্চেন। পাঁচ ইয়ারির দল হলেই পাঁচ রকম লোক এসে যোটে। কোথাও ভটচার্য্যির টিকি কেটে সন্দেশের সঙ্গে ক্যাক্সি বিষকুট দিয়ে খাওয়াচ্চেন। কোথায় কাহাকে ভাবের

জলে এম্‌টিক দিয়ে খাওয়াচ্ছেন। কোথায় কেহ নেশায় অচেতন হয়ে পোড়ে আছে। কোথায় কেহ হাত পা আছড়াচ্ছে, কোথাও কেহ গড়াগড়ি দিচ্ছে, কোথাও কেহ বমি কোচ্চে, কোথাও কেহ দুটো হাত তুলে ইং-রাজী লেকচার দিচ্ছে, কোথাও কেহ বাঙ্গালায় বক্তৃতা কোচ্চে। আবদারে বাবুর চকড়বা ও আমোদ আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না! কখন কেহ ছাতারে নাচ নাচ্চে, কখন কেহ হাড়ি-চাঁচা হোচ্চে, কখন কেহ কালামুখো প্যাঁচা হয়ে বসেচে, আবার কখন ব্রাহ্ম হয়ে সকলধর্ম্মে জলা-ঞ্জলি দিচ্চেন, কখন বা দোল দুর্গোৎসবে আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন। কখন বা সত্যবতীর সুত হয়ে বোস্‌চেন। কোন বিষয়ের কমী ছিল না, কমের মধ্যে কেবল বুঝে চলেন নি। বুঝে না চলা যে কত মজা তা যারা ঠেকে শিখেচেন, তারাই ভাল বোল্‌তে পারেন? তবে যে ঠেকেও শিখে না, তাকে আর কি বোল্‌বো? দ্বিপদ বিশিষ্ট নরপশু ভিন্ন আর কি বোল্‌তে পারা যায়? আবদারে বাবুর আজ বড়দিন—কাল

কালীঘাট, পরশু বাগান, এম্‌নি প্রতিদিন একটা না একটা কাণ্ড আছেই আছে? অনবরত আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় আরম্ভ কোত্তেই বাস্তু পুরুষের টনক নোড়ে উট্‌লো, কমলা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, হিতৈষী বন্ধু বান্ধবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হোতে লাগ্‌লো, প্রিয়বাদিনী বণীতার পরিতাপের পরিসীমা ছিল না, জননী যেন মৃত্যু শয্যায় পোড়্‌লেন। কলসির জল অতি অল্প পরিমাণে খরচ কোল্লেই শূন্য হয়, আবদারে বাবুর ক্রমেং ভিতর ভোয়া হতে লাগ্‌লো। পুনর্ব্বার হ্যাণ্ডনোট লিখ্‌তে আরম্ভ কোল্লেন, সে সময়ে ধারে হাতিটে পেলেও কিনে বসেন। শেষে আজ তালুক খানা, কাল ভাল বাড়িখানা পরশু ভদ্রাসন ও বাগান, এমনি কোরে ক্ষয় রোগের ন্যায় দিনং হ্রাস হোতে লাগ্‌লো। শেষে আপনি একটা কলির কাপের মতন মুরদ হলেন। নির্বিষ সাপের কুলোপারা চক্রের ন্যায় কেবল কোঁসকোঁষানিটী রইলো। পৃথিবীতে কত রকম লোক আছে তা বোল্‌তে পারিনে। সহৃদয় মহোদয়ের মনোমধ্যে দুঃখের সীমা

ছিল না। কতক গুলো লোক আহ্লাদে নেচে উট্‌লো। আবদারে বাবু সর্ব্বস্বান্ত হয়েও ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেননি। তখনও কতক-গুলো ওয়ারেন্টের ভয় ছিল। সহজেই গা ঢাকা দিয়ে দিনকতক লুকিয়ে রইলেন। তবে শকের প্রাণ, হাজার দুঃখ হলেও মনঃমধ্যে রাত্রে প্যাঁচার মতন এক একবার বেরুতেন। আমোদটী থাকে। দিনের বেলা কোটরে বাস কোত্তেন। আবদারে বাবু মদখেয়ে পক্ষী-দলের সহিত কৌতুকামোদ কোরে ছাতারে, হাড়িচাঁচা, প্যাঁচা প্রভৃতি সাজতেন, কিন্তু সে সময়ে প্রকৃত প্যাঁচা হয়ে পোড়লেন। লোকে কথায় বলে, “ মড়ার উপর খাড়ার ঘা।” পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, লোক কত রকমেরই আছে। আর টাকার শোক বড় সহজ কথা নহে। এ কথায় আমার একটা গল্প মনে পোড়ে গ্যালো, তাহাও এই স্থলে পাঠক মহোদয়দের বোলে যাই। “ লঙ্কেশ্বর পুরে ডঙ্কেশ্বর ক্রোড়কঙ্কা নামে এক ব্রাহ্মণের লক্ষ টাকার বিষয় ছিল, পত্নি পুত্রের পরলোকে ব্রাহ্মণ টাকার জন্য দিব্বি সুখ

সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত, অধিক কি বলিব সেই দেশে লক্ষহীরা নামে একটা অবিদ্যা বাস কোত্তো, তাহার বাটীর সম্মুখে এক স্থলে কাণিক টে জল দাঁড়াত, যাবদীয় লোকে তাহাতে নাবিয়া গমন করিত, ব্রাহ্মণ টাকার স্তুপে তাহা লম্ফ দিয়া যাইত। সেই সময়ে অপর এক দেশে এক ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করিয়া বিপুল বিভব সঞ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু লোকালয়ে তাহার দুর্ণামের পরিসীমা ছিল না। দস্যু মনেং করিল যখন বিপুল বিষয়ের অধিপতি হইয়াছি, তবে এ দস্যু বৃত্তিতে আর কি প্রয়োজন আছে? যাহাতে লোকালয়ে মান সম্ভ্রম হয় এমত করি; কিন্তু এদেশ হইতে গমন না করিলে এ দুর্ণাম হইতে পরিত্রাণ পাইব না। এমত বিবেচনা করিয়া দস্যু ঐ লক্ষেশ্বরপুরে সন্ন্যাসির বেশে আসিয়া বাস করিল। তাহার সচ্চরিত্র ও ব্রহ্ম নিষ্ঠায় যাবদীয় লোকে অত্যন্ত প্রিয় হইল। সেই সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটনে মানস করিয়া ভূপতিকে শোষক জ্ঞানে ও অপর লোকেদের অবিশ্বাসি ভাবিয়া আপনার বিষয়াদি একটা সিন্দুকের মধ্যে

পুরিয়া ঐ সন্ন্যাসির নিকট রাখিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিল। সন্ন্যাসি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে, সহজে তাহার সে স্বভাব তো পরিবর্ত্তন হইতে পারে না? অপর একটী সেইরূপ সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কতক গুলো আগোড়ম্ বাগোড়ম্ পুরে সেই স্থলে রাখিয়া ব্রাহ্মণের সিন্দুকটী আপনার ধন সামিল করিয়া বাজেয়াপ্ত করিল। কিয়দ্দিবস পরে ব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সন্ন্যাসির স্থাপিত সিন্দুকটি বাটীতে আনিয়া খুলিয়া দেখিল, যে যথোচিত বিশ্বাস ঘাতকতা হইয়াছে। লিখিত পঠিত কিছুই নাই, ধনশোকে ব্রাহ্মণ দিনং জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। একদিন সেই লক্ষহীরার বাটীর সম্মুখের থানাটী পার হইবার কথা আর কি বলিব, লম্ফ দেওয়া দূরে থাকুক, সেই টুকু চলিয়া যাইতেও ব্রাহ্মণের যথোচিত কষ্ট হইল। সেই সময়ে লক্ষহীরা আপন কিঙ্করীর সহিত ছাদে বসিয়া ছিল, ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া দাসীর দ্বারা তাহাকে ডাকাইয়া সমস্ত তদন্ত জানিয়া কহিল; আমি তোমার টাকা দেওয়াইয়া দিব।

তৎপরে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে কোরে লয়ে একটু ঘুরে সন্ন্যাসির নজরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কহিল, মহাশয়! আমার নাম লক্ষহীরা, আমি বিপুল বিষয় সঞ্চয় করিয়াছি, আমার এক সহোদর ভাই ব্যতীত আর কেহই নাই। সে কএক মাস হইল নিরুদ্দেশ হয়ে গ্যাচে, আমি মনে কোরেচি তার অন্বেষণ কোরে আনবো, কিন্তু আমার বিষয়াদি মহাশয়ের নিকটে রাখিতেই বিশ্বাস হয় যেহেতু আপনার ধনস্পৃহা নাই। সন্ন্যাসির তখন পূর্ব্ববৎ মন হয়েচে, মনে মনে ভারি আনন্দ হইল। তৎপরে সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মনে মনে করিল এতো এখনি আমার স্বভাব প্রকাশ কোরে ফেলবে, উঁহার সামান্য লক্ষ টাকা লয়েচি বৈতো না? লক্ষহীরার কত ক্রোর ক্রোর টাকার বিষয়! এই প্রকার চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া কহিল, ঠাকুর! তুমি যে তোমার বিষয়াদি আমার নিকটে রেখে গ্যালে আর নিয়ে যাওনা কেন? এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার সেই সিন্দুক দিতে, ব্রাহ্মণ তাহা মাথায় কোরে নৃত্য কোত্তে

লাগলো । লক্ষহীরা সন্ন্যাসিকে কহিল, মহাশয় ! এই ব্রাহ্মণ যে আমার ভাই ? তবে আর মহাশয়ের নিকট টাকা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই ? এই বলিয়া লক্ষহীরাও নৃত্য করিতে লাগিল । এই দেখে লক্ষহীরার দাসীও নেচে উট্‌লো । সন্ন্যাসিও দেখেং নৃত্য যুড়ে দিল । সেই সময়ে লক্ষহীরার দাসী কহিল ।

হীরা নাচিতেছে কোরে পর উপকার ।
ব্রাহ্মণ নাচিছে পেয়ে হারাধন তার ॥
রঙ্গ দেখে আমি দাসী নাচিতেছি তাই ।
সন্ন্যাসি গোঁসাই তুমি কেন নাচ ভাই ॥

সন্ন্যাসি কহিল ।—

কি কব সে কথা আর মাথা মুণ্ড ছাই ।
বেটী কি আক্কেল দিলে বলিহারি যাই ॥

এই গল্পটীতে মেয়ে মানুষের চেয়ে আর কাহারো বুদ্ধি নাই ; অসচ্চরিত্র লোকের স্বভাব শিগ্গির সোদরায় না ; আর ধন শোকের চেয়ে লোকের কোন শোক নাই ; এই উপদেশ পাওয়া যায় ।

আমাদের আবদারে বাবু গা ঢাকা দিতে, (আর সে সময়ে তাঁর তা ভিন্ন আর কোন উপায়

ছিল না) পাওনাদারেরা টাকার শোকে ছট্‌ফট্‌ কোরে বেড়াতে লাগলো। টাকার যে কেমন শোক তা অনেকেই জানেন। অনর্থক একটা টাকা গেলে লক্ষপতিরও কিঞ্চিৎ দুঃখ হয়। লোক আবদারে বাবুকে রাশিং টাকা ফেলে দিয়েচে, কিন্তু এখন কি যে কোরবে তা আর ভেবে কিছু স্থির কোত্তে পাচ্চে না। কতদিকে কত গোয়েন্দা বেড়াচ্চে, উকিলের বাড়ী ক্রেডি-টর্‌দের কমিটী হোচ্চে, কৌঁশুলির ওপিনিয়ন্‌ নিচ্চে, কিন্তু ছেলে ভারি পাকা, গা ঢাকা যা দিয়েছিল, তা তখন কেহই গায়ে হাত দিতে পারেনি। রাত্তির দশটার পর কি রবিবারে আর ওয়ারেণ্টের ভয় থাকে না, সেই সময়ে খিব্বি আ-মোদ আহ্লাদ কোরে আহ্লাদে গোপাল হইয়া বেড়াতেন। দিনকতক পরেই সেটা একটু ঢাকা পোড়তে আবার মুখনেড়ে বেড়াতে লাগলেন। স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, মনের সেই সকলই ছিল, তবে এদিক নাই বলেই যা বলুন। মুখের আস্ফালনটা আরো বেড়েছিল, যে কখন আবদারে বাবুর বাড়ী মাড়ায় নি, তাঁর

হাত তোলার বিষয়ে মহাপাতক বিবেচনা কোত্তো, এমন লোককেও ভিখারি ও তাঁর অনুগত বোলে আস্ফালন কোত্তেন। এক দিন কোথা থেকে তিন জন লোকে বিবাহের পত্র হওয়াতে আবদারে বাবুর বাড়ীতে তত্ত্ব এনেচে, বাবু আস্ফালন কোরে তিন জনকে তিনটে টাকা দিতে বোল্‌লেন। তখন আর তো সেকাল ছিল না, চাকর ব্যাটা সৃষ্টি খুঁজে শেষ কতকষ্টে ছয় আনা পয়সা এক দোকান থেকে হাওলাত করে দিয়ে বিদায় কোরেছিল এই অবধি রহিল। আবদারে বাবুর অন্যান্য বিষয় যাহা বাকি রহিল, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ হইবে।

পাঠক মহাশয়রা! আবদারে বাবুর বিষয়ে আমরা কাহাকেও লক্ষ করি নাই। এই বানকে ছেলের গল্প ছলে, বুঝে চলার উপদেশ দিলাম; এবং তাহা সফল হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইহা পাঠ করিলে বোধ করি এক্ষণে অনেকেই বুঝে চোলবেন; বুঝে চলাপেক্ষা আর কিছুই নাই। এ বিষয়ে আমাদের তাহাই উদ্দেশ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:•:—

“ঢেঁটা মরে বৈষ্ণব”।

মায়াবশে মন তুমি দেখিছ স্বপন।
যিনি স্থির এ ভুবনে অন্য কে আপন॥
অনিত্য সংসারে যিনি নিত্যময় ধন।
সবার উচিত করা তাহারি সেবন॥

সন্ন্যাসি কলু কিয়দ্দিবস পরে শিঙ্গে ফুঁকলেন, (পাঠক মহাশয়রা এই বেলা একটু২ কেঁদে নিন্ এর পর যত শেষ তত ক্লেশ) রাখালী বাপের সমস্ত বিষয়াদি পাইল, (চাট্টে ঘানি গাছ, দুখানা খোলার বাড়ী, চার পাঁচশো টাকার সোণারূপার গহনা আর এল্‌বাক পোষাক) সে সময়ে ক্ষেত্রনাথের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, কোন দিন ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ, কোন দিন কোথাও অতিথী হয়ে, কোন দিন আলাপী লোকের বাটীতে গিয়ে পেট ঠেলে আস্‌তেন,

পরনের কাপড় চেয়ে চিন্তে কোনমতে লজ্জা নিবারণ কোত্তো। বণিতার বিষয় পাবার কথা শুনিয়া মনে করিল, এ সময়ে তথায় গিয়ে থাকিলে আর আমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হবে না, আর তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, জাত যেতে আর বাকি কি আছে? জাত গেল পেট না ভরাই কেন? তবে একাল পর্য্যন্ত তাহার সহিত যে ব্যবহার কোরে এসেচি, তাহাতে যেতেও শঙ্কা হোচ্চে, মুখ দেখাবার তো পথ রাখিনে? তবে সে একটু লেখাপড়া জানে, আর শুন্‌চি সচ্চরিত্রে আছে; পতিকে কোনমতেই পরিত্যাগ কোত্তে পারবে না? ক্ষেত্রনাথ এই রূপ বিস্তর চিন্তা করিয়া একবার এগিয়ে একবার পেচিয়ে, শেষে রাখালির বাটীতে গিয়ে উপস্থিত হইলেন। রাখালী ক্ষেত্রনাথকে যা সেই বিবাহের রাত্রে দেখেছিল, তার পর পতি কেমন এ আর সে জান্‌তো না। কিন্তু পতিব্রতাদের যে সকল লক্ষণ রাখালিতে সে সমুদায়ই ছিল, পিতার বিষয়াদি পাইয়া পতি অভাবে ক্ষণ কালের জন্যেও তাহার মনে সুখ ছিল না, সর্ব্বদাই

বিরস ভাবাপন্না থাকিত, ও বিফল জীবন ব-লিয়া অনুতাপ করিত। রাখালী ক্ষেত্রনাথকে চিনিতে না পারিয়া কহিল, "কে গা বাবাঠাকুর" আপনি ভদ্র সন্তান দেখ্‌চি, আমার বাড়ির ভিতর আসা আপনার কোন ক্রমেই উচিত হয় নি ? ক্ষেত্রনাথ হস্ত যোড় করিয়া কহিল, "আমি তোমার ঐ চরণের গোলাম আমাকে কি এখনো চিন্তে পার নাই" ? যাহোক প্রিয়ে ! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার নিকট বিস্তর অপ-রাধ কোরেচি, আমার নাম "ক্ষেত্রনাথ"। রা-খালী লজ্জায় নম্র মুখে আড় নয়নে ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া মনে২ করিল আমার "তিনিই বটে"। কিন্তু প্রথমতঃ কোন কথা না কহিয়া ক্ষণেক নী-রব হইয়া রহিল। ক্ষেত্রনাথ অপরাধ মার্জ্জনার জন্য বিস্তর বিনয় করিয়া, পায়ে ধরিতে উদ্যত হইল। রাখালী কহিল, আপনি করেন কি ? জীবদ্দশায় তো যথোচিত দুঃখ দিলেন, আবার পরকালের বিপদ কচ্চেন কেন ? রমণির পতিই গুরু,স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদি যে কিছু বল ; এক পতি সেবার কাছে কিছুই

নয়। প্রাণনাথ! আমি এমন হতভাগিনী, এমন জন্মও আমার হয়েছিল; বুঝি বিধাতা এ গুলি সব লুকোচুরি করেছিল। সে যাহা হউক এখন যে তোমায় পাইলাম আমার সেই ভালো-তেই ভালো। ছেলেবেলা শিব পূজা করেছি-লাম যেন্ মনের মত পতি পাই, আর মনের সাধে সেবা করি, সে আশা বুঝি এতদিনের পরে সফল হোলো। প্রাণনাথ! এখনতো প্রাণ থাক্‌তে আর তোমায় ছেড়ে দিব না! তোমার কিছু করিতে হইবে না। আমার যাহা কিছু আছে ধন, মন, প্রাণ, সব তোমাকে উপহার দিলাম, তুমি পরম সুখে ভোগ করহ। ক্ষেত্রনাথের চতুর্দ্দিকে অষ্টরম্ভা কলাতে তথাস্তু বলিয়া পরম সুখে রাখালির সহিত কালযাপন করিতে লাগিল।

ব্রজ, পঞ্চানন, রাম বশাখ, চুড়ামণি ও অন্যান্য সকলে পুঁজিপাটা না থাকাতে বেলেঘাটায় দা-লালি করিতে লাগিল।

পামর বাবুর পুরাণ জ্বর হওয়াতে, ডাক্তর ধর্ম্মদাস বসু বাবু প্রাণপণে বিস্তর চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হইল

না ; পীড়া দিন২ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গদাধর ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরা সর্ব্বদাই তাহার নিকটে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিত। রোগী এত যে ক্লেশভোগ করিতেছিল কিন্তু ডাক্তরে জবাব দেওয়াতে; তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন। প্রিয়ে! বুঝি এতদিনের পর তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হোতে হলো। মনে করোনা যে আর দেখা হবে না, লোকান্তরে পুনরায় উভয়ে মিলন হবে। আমার কিছু মাত্র ক্লেশ কি যন্ত্রণা নাই, রোগকে আর রোগ বলেও গ্রাহ্য করি না। দেখ প্রিয়ে! ঐ পশ্চিমদিকে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে কিবা নভোমণ্ডলে দিনকরের রক্তিম শোভা হইয়াছে—গঙ্গায় বা কি মনোহর ছায়া পড়িয়াছে। প্রিয়ে! তুমিতো এ সকলি দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু ঐ নবীন জটাধারী মহাপুরুষ আমায় ডাক্‌ছেন তাহা কি দেখিতে পাও? বায়ু মন্দ২ বহিতেছে—কোকিল কিবা মধুর স্বরে কুহু২ ধ্বনি করিতেছে—আর পৃথিবীর কি শোভা হইয়াছে! আজ আমার মন প্রফুল্লিত ও উদাস হইয়াছে। সেই প্রভু দয়াময় আমার হৃদয়ে বসিয়া অভয়

প্রদান করিতেছেন, বুঝি এতদিনের পর সকল যন্ত্রণা ও পৃথিবীর সুখ দুঃখ শেষ হইল। এখন সেই পরম পিতা যদি আমার ক্রোড়ে লন, তবে আমার সকল আশা সংপুরণ হইবে। প্রিয়ে! আমাদের সুখ দুঃখের কর্ত্তা সেই দিননাথ; আর তিনি যাহা করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য। এ সংসারে কেহ কারো নয়—আর কিছুই সঙ্গে যায় না—ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র সমুদ্রের ঢেউর ফেনার মত—প্রিয়ে! এ সংসারে সকলি অসার—কেবল সার সেই পরমার্থ ধন। মনে করোনা যে আমার আর ক্লেশ হবে—আমি অনিত্য তেজিয়া নিত্য সুখের সুখী হইব—তবে সম্প্রতি কিছু দিবসের জন্য আমরা দেহেতে বিভিন্ন হইব—কিন্তু আমার আত্মা তোমার নিকট সতত থাকিবে। গীত। এখন—

"ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে"। পত্নী এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্বামীর গলদেশে হাতদিয়া, অত্যন্ত রোদন

করিতে লাগিলেন। স্বামী বলিলেন যদিও আমি ধর্ম্মভাবে তোমার অযোগ্য, কিন্তু প্রেম-ভাবে তোমাতে সর্ব্বদা সংযুক্ত, আমার এখন আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপন হইতেছে, ও তোমা-কে ঐ ভাবে দৃষ্টি করিতেছি। আমি তোমার শরীর দৃষ্টি করিতেছি না, কিন্তু তোমার আত্মা দেখিতেছি। এই মাত্র মনে রাখিও, যে যাহা পার্থিব তাহা ক্ষয়শীল, যাহা আধ্যাত্মিক, তাহা চিরস্থায়ি। পার্থিব সুখ, সুখ নহে—আধ্যাত্মিক সুখই সুখ। যে পর্য্যন্ত সকল পার্থিব ভাব আধ্যাত্মিক ভাবে বিলীন না হয়, সে পর্য্যন্ত সুখের ভাব আত্মাতে উদয় হয় না। সেই সুখের আভাস আমার আত্মাতে প্রেরিত হই-তেছে, ও ঐ সুখ বাক্যের দ্বারা বর্ণনাতীত। যদি মনুষ্য সেই সুখ পাইবার ইচ্ছা করেন তবে সকল বাহ্য বস্তু ও বাহ্য কার্য্য আত্মার অধীন করিয়া, আত্মার শীতলতা প্রাপ্ত হইতে পারে। তুমি যে মনে করিতেছ যে আমার মৃত্যু উপস্থিত—তাহা মনে করিওনা। পরমেশ্বর ধন্য! মৃত্যু মৃত্যু নয়, মৃত্যুতে কেবল পার্থিব ভাবের

বিনাশ, ও আত্মা প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিয়া ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারে। স্ত্রী এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করতঃ করজোড়ে স্বামীকে বলিলেন; হৃদয়নাথ! তুমি যে এত ঈশ্বর পরায়ণ, তাহা আমি জানি না, কত শতবার তোমার প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা কর, ও যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিলে তাহাতে আমার বৈধব্য যন্ত্রনার হ্রাসতা হইবে, ও আমি এই প্রার্থনা করি যে তুমি পরম কারুণীক পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হও। এই কথা বলিতেং প্রেমেতে বিগলিত হইয়া স্বামীর বারম্বার মুখ চুম্বন ও পদধুলী লইতে লাগিলেন, ও স্বামী স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া দুই হস্ত যোড় করিয়া মুমুর্ষ্ হইলেন।

অগ্রেই বলা হইয়াছে যে পামর বাবুর স্ত্রী, অতি সতী সাবিত্রি, আর ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, স্বামীকে মুমুর্ষ্ দেখিয়া তিনি কান্দিতেং বলিলেন হৃদয়বল্লভ! আমি তোমা বৈ আর কিছু জানি না! তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন কোরে

থাক্‌বো ? যেখানে তুমি যাইবে সেই খানেই আমি যাইব ! ! !

সমবেত কান্না।

পাঠক মহাশয় ! এই বারে বিদায়, কিন্তু যাই যাই করেও যেতে পাচ্চি না, বলি সুহৃমুখে এলেম আর ওমনি মুখে চলে যাব, ছুটো কেচ্ছা কি বায়েত ঝাড়বো না—দেখো যেন কোন হাঙ্গাম হয় না—আর বল্‌তে কি, কথা ও কহিতে ইচ্ছা করে না, তবে যদি বল কতং প্যাঁচা, কাকে, কা, কা, কচ্চে, সে গুলো বেহায়া, নাক্ কানকাটা তারা লজ্জার মাথা খেয়ে বেরিয়েছে। আমরা কি তাদের সঙ্গে ধর্ত্তব্য ; তাদের গুণের কথা এক মুখে প্রকাশ হয় না, শত মুখে ঝাল ঝাড়লে তবে যদি কিছু বেরোএ।

কলিকাতার নুকোচুরি অদ্ভুত ! আর সহরের কতকং নব্য বাবুরাও হাফ ভুত, কেবল মজা নিয়ে আছেন। আজ কালীঘাট, কাল বারাকপুর, তার

পর মধুর শনিবার। রবিবারের বাগান তো আছেই, তাহার কথা নাই; বাড়িতে ব্যায়রামই হোগ, কর্ম্ম কাজই থাক, অথবা আকাশ ভেঁঙ্গে পড়ুক, বাগান যেতেই হবে। বাছাদের এত আটা যদি লেখা পড়ায় হতো, তা হলে আমাদের দেশের মঙ্গল আর লেখকদিগের পরিশ্রমের সমতা হতো, কিন্তু এ বিষয়ে এত যে লেখা হইতেছে, তাহার ফল তো কিছু মাত্র দেখা যায় না? এ সওয়ায় কোম্পানির বাগান, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, খড়দহের বিগ্রহ দর্শন, প্রভৃতি কত রকম যে আমোদ হয়, তা বল্‌বার নয়! আজ কাল যেমন বারোয়ারি পূজার কম পড়েছে, তেমনি শকের যাত্রা, কনসরট্‌, ও থিয়েটারি বেড়েছে। দুগ্ধপোষ্য বালক যাহারা রাম নাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তারা দিব্বি নেচে গেয়ে পরকালের মাথা খাচ্ছে। যদি বালকদের পিতা মাতা কেহ জিজ্ঞাসা করে যে কোথা যাচ্চো—তো বলে পিসিরবাড়ী যাচ্চি—না হয় তো বারোয়ারি দেখ্‌তে—অথবা শকের যাত্রা শুন্‌তে যাচ্চি। এদানী ছেলেরা হারমোনিয়ম্‌ বাজিয়ে আর

"মদন আগুন" গোচ গোচটা কতক গাওনা শিখে ইস্কুল যেতে চায় না—ইস্কুলের নামে নানা রকম ব্যায়ারাম করে বাপ্‌কে ফাঁকি দেয়। আজ মাতার ভেতর কেমন কচ্চে—কাল বুকে এমনি ব্যথা ধরেচে যে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না—পরশু গাটা কেমন২ কচ্চে—যা ডাক্তারদের মেটিরিয়া মেডিকাতে নাই; কিন্তু থিয়েটরের বা অন্যান্য আমোদের নামে নেচে উঠে। তখন আর কোন অসুখ থাকে না Hypochondria সকল ডাক্তরে ধরতে পারে না এই আপশোষ!!!

আমাদের বাঙ্গালির মধ্যে অনেক বড়২ মানুষ আছেন, এবং তাহাদের প্রচুর বিষয়ও আছে। তাঁহারা আজ কাল কেবল অর্থের সদ্ব্যয় না করিয়া থিয়েটরি করে ছেলেদের মাথা খাচ্চেন। পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন দেখি যে টাকা গুলি আমাদের অনর্থক আমোদে, পূজায়, সালতি সাধব, ও ধর্ম্মসমাজে, খরচ হয় সে গুলি সদ্ব্যয় হইলে দেশের কত উপকার হইতে পারে? এতদ্দেশীয় বাবুদের এই ভ্রমটি গেলে আমাদের উপদেশ সফল হইবে। থিয়েটরে গেলেই যে

মন্দ হয় তা নয়, থিয়েটরে লুকোচুরি চলে, এবং সেই লুকোচুরিতেই সর্ব্বনাশ হচ্চে। থিয়েটরে মদ ও চোরা গোপ্তান চলে, অর্থাৎ ছোকরাদের সন্তোষের জন্য তাহাদের বাগানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মদ দেওয়া ও বেশ্যাদের সহিত সহবাস করানো হয়, সুতরাং আর লেখা পড়া করবার সময় থাকে না, তারা বালক, তাদের দোষ কি? দোষ আমাদের বিট্‌লে বুড়োদের—বুঝলে কি না? আমরা আর লুকোচুরি কত্তে পারিলাম না—আমাদের দেশটি সুরা, ব্যভিচার, কুসঙ্গ, পরদ্বেষে পরিপুর্ণ! ঐহিক, পরমার্থিক বিষয়ে কাহারো বিশেষ মনযোগ দেখা যায় না। যে সকল মহামান্য পুরুষ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শতাংশের একাংশ এখনকার বালকরা হইতে পারিবেনা। রাজা রাধাকান্ত, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, সম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল জ্ঞানী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের সমতুল্যও আর হবে না! যুবক পাঠক মহাশয়রা! এখন উঠ্‌ আর লুকো-

চুরি করোনা, যে অল্প সময় আছে—তাতে দেশের, প্রতিবাসির, আপনার, ও ঈশ্বরের, প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করহ; আর সময় নাই, এই বেলা আদায় আনজাম করে নাও—যেন বাকি পড়ে না। আমি এখন আসি, যদি দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়, তবে আপনাদের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হবে, নচেৎ এই আসাই আসা, এখন আগে যা বলে এসেছি সেটি শেষেও বলে যাই—আর লুকোচুরির প্রয়োজন কি?

দেশের অনিষ্ট যত, মূল সুরা তার।
লোকাচারে হেয় নরে, করে ব্যভিচার॥
কুসঙ্গে কুমার্গে লোকে, নরে ক্ষেম করে।
বিষ্ণুপদ আরাধনে, সব দোষ হরে॥

এখন হাঁসো, কাঁদো, আর গালই দাও আমি চল্লেম; আমার কথাটি ফুরালো—লুকোচুরিও আদ রকম সাঙ্গ হলো!

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্তঃ।

শুদ্ধিপত্র।

—:•:—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
বিপরীত	প্রতি	১	৩
অগাম্বর বাজিব বাবুরা	অগাম্বর বাবুরা	২	১৭
চুকলি	কিয়দংশে চুকলি	৫	৪
উপুড় হাত	তদ্বির	৮	৭
অক্ষপুত্র	ব্রহ্মপুত্র	৯	১৫
তেরহাত	তেরোহাত	২১	১৩
বিশে হাড়ির	মহ্যাসি কমুর	২৮	২০
বিশু হাড়ির	মহ্যাসি কমুর	৩০	১
অজানায়	আস্তানায়	৩২	৮
আমলার	মামলার	৩৪	১৩
বকসিস হইতেছে	চলিতেছে	৪০	১৫
মাজিষ্ট্রেট	মাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালা না জানাতে	৪১	৬
মকদ্দমা	মকদ্দমা সুতরাং	৪১	৭
দিশির	ইস্তোর	৪১	১২
মাজিষ্ট্রেট	বাঙ্গালি ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট	৪১	১২
যাইবে	যাইতেছে	৪২	১৫
ক্ষম	ক্ষমা	৬০	২
সম্পাদিতকৃতি শর্ব্বরি	সম্পাদিতকৃতি শর্ব্বরী	৬৯	২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক পংক্তি
দুঃখিনী	দুঃখিতা	...৬১...৬
কার	যার	...৬২...১৫
আসিতাম	থাকিতাম	...৭৪...২০
origin	কারণ	...৭৪...১৫
এখন হইয়াছে ...	এখন সকল হইয়াছে ...	...৮২...১৩
যথা	যার	...৮৭...২০
গোঁকে	গোঁপে...	...৮৯... ২
হাজার দুঃখ হলেও মনঃমধ্যে রাত্রে পাঁচা-চার মতন একএকবার বেরুতেন। আমোদটী থাকে। দিনের বেলা কোটরে বাস কোত্তেন	হাজার মনঃ মধ্যে দুঃখ হলেও আমোদটী থাকে, একরূপ দিনের বেলা কোটরে বাস কোত্তেন, এবং রাত্রে পাঁচা-চার মতন এক এক বার বেরুতেন।	...১৭৭...৬